র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় বিচার বিভাগীয় তদন্ত এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতের দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)
আসক কার্যালয়
২৯ মার্চ ২০২৩

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

সুলতানা জেসমিনকে র‍্যাব গত ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে সকালে নওগাঁ শহর এলাকা থেকে আটক করে। আটক অবস্থায় সুলতানা জেসমিনকে র‍্যাব নওগাঁ সদর হাসপাতালে নিয়ে যায়। নওগাঁ সদর হাসপাতালে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে র‍্যাব পাহারায় রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায়। রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যু ঘটে ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে। অন্যদিকে সুলতানা জেসমিনকে আটকের ঘটনায় ২৩ মার্চ রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের পরিচালক (স্থানীয় সরকার) মো: এনামুল হক (জাতীয় পরিচয়পত্র নং ১৯২২৫৩১০৭২) রাজশাহীর রাজপাড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করেন।

২২ মার্চ আটকের পর ২৩ মার্চ বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে মামলা নথিভুক্ত হয় রাজপাড়া থানায়। সুলতানা জেসমিনকে আটকের পর ২২ মার্চ ২০২৩ তারিখে আনুমানিক দুপুর ২টায় র‍্যাব সুলতানা জেসমিনের ছেলে শাহেদ হোসেন সৈকতকে ফোন করে জানায়– 'তোমার মা অসুস্থ্য, নওগাঁ সদর হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে তুমি চলে আসো'। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত সৈকত চট্টগ্রাম থেকে নওগাঁ এসে জানতে পারে তার মাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছে। মাকে দেখার জন্য রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে উপস্থিত হলে জানতে পারে, তাঁর মা আইসিইউতে রয়েছে। আইসিইউর সম্মুখে গিয়ে র‍্যাব সদস্যদের দেখতে পায় সৈকত। র‍্যাব সদস্যদের অনুমতি নিয়ে ২৩ মার্চ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় সৈকত তাঁর মাকে কাঁচ ঘেরা ঘরের বাইরে থেকে দেখতে পায়। মায়ের কাছে যেতে চাইলেও র‍্যাব সদস্যদের অনুমতি মেলেনি। এরপর থেকে সৈকত আইসিইউ এর সামনে অবস্থান করলেও র‍্যাব সদস্যদের অনুমতি না পাওয়ায় আর কখনো মাকে দেখার সুযোগ পায়নি। ২৪ মার্চ ২০২৩ তারিখে আনুমানিক সকাল ১০ টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা সৈকতকে ডেকে নেয় এবং বলে ডাক্তার তোমার সঙ্গে কথা বলবে। তখন র‍্যাব সদস্যদের সঙ্গে সৈকত কর্তব্যরত চিকিৎসকের নিকট গেলে চিকিৎসক জানায়, 'তার মা আর বেঁচে নেই'।

এরপর আনুমানিক সকাল ১১ টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা জেসমিন সুলতানার ছেলে শাহেদ হোসেন সৈকতকে রাজশাহী র‍্যাব ক্যাম্পে নিয়ে যায়। র‍্যাব ক্যাম্পে সৈকতকে ১ ঘণ্টার মত অবস্থান করতে হয়। সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় সুরতহাল করেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জেসমিন আক্তার। গণমাধ্যমে তিনি তার বক্তব্যে জানিয়েছেন– মৃতের ডান হাতের কনুইয়ের কাছে আঘাত তিনি দেখেছেন। সুরতহাল প্রতিবেদনে এসব আঘাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে বলেও তিনি গণমাধ্যমকে জানিয়েছেন বলে তাঁর বরাত দিয়ে গণমাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছে। অন্যদিকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফরেনসিক বিভাগের তিন সদস্যের একটি বোর্ড ময়না তদন্ত করেন সুলতানা জেসমিনের। এই বোর্ডের প্রধান ডা: কফিল উদ্দিন গণমাধ্যমকে

জানিয়েছেন– 'ডান হাতে বাহুর নিচে ও কনুইয়ের কাছে একটা কালশিরা জখম ছিল। ময়নাতদন্তের সময় তাঁরা ওই স্থানের মাংসে জমাটবাঁধা রক্ত দেখেছেন।'

সুলতানা জেসমিনের স্বজনেরা অভিযোগ করেছেন র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনকে নির্যাতন করা হয়েছে। এর ফলে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তবে র‍্যাবের পক্ষ থেকে সুলতানা জেসমিনকে নির্যাতনের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে। সুলতানা জেসমিনকে র‍্যাবের আটকের বিষয়ে নওগাঁ সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফয়সাল বিন আহসান আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) কে জানিয়েছেন– 'র‍্যাব কর্তৃক সুলতানা জেসমিনকে আটকের বিষয়ে সদর থানা অবহিত ছিলো না, এমনকি আটকের পরেও না। সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর পরে সদর থানা অবহিত হয়, র‍্যাবের একটি দল সুলতানা জেসমিনকে আটক করেছিল।'

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

র‍্যাব এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর অন্যান্য বিভাগের হেফাজতে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে পরিবার ও তাদের স্বজনদের পক্ষ থেকে। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে বরাবরই অস্বীকার এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের কার্যত আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে দেয়া বক্তব্যকে প্রচ্ছন্ন সমর্থন দেয়ায় এ ধরনের অভিযোগের সঠিক তদন্ত কিংবা ন্যায় বিচার নিশ্চিত লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। সুলতানা জেসমিনকে আটকের পূর্বে কোথাও কোনো অভিযোগ ছিল না, এমনকি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোনো অভিযোগের কথা এখনও পর্যন্ত কেউ জানাতে পারেনি। যেহেতু তিনি সরকারী চাকুরীতে কর্মরত ছিলেন, সে কারণে কোনো অভিযোগ থেকে থাকলে তার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ ছিল। তথাপি একজন যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা যিনি রাজশাহী জেলার বিভাগীয় কার্যালয়ে কর্মরত। তিনি এজাহার দায়ের করে বলেছেন, তিনি অফিসিয়াল কাজে নওগাঁ বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছালে র‍্যাবের টহল দল দেখে সহযোগিতা চান এবং র‍্যাবের দলটি নওগাঁ শহরের মুক্তির মোড় এলাকা থেকে সুলতানা জেসমিন যখন রিক্সাযোগে তাঁর কর্মস্থলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে র‍্যাব সদস্যরা আটক করে। ২২ মার্চ সকালে যুগ্ম সচিব এনামুল হকের উপস্থিতিতে সুলতানা জেসমিনকে র‍্যাব আটক করলেও তিনি মামলা করলেন রাজশাহী রাজপাড়া থানায় ২৩ মার্চ বিকাল ৫টা ১০ মিনিটে। আটক একজন ব্যক্তিকে যেখানে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে উপস্থাপনের আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে সেখানে সুলতানা জেসমিনকে আটকের প্রায় ৩০ ঘণ্টার বেশী সময় পরে নামীয় আসামি করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সুলতানা জেসমিনের পরিবার দাবি করেছে র‍্যাব হেফাজতে নির্যাতনের শিকার হয়েই তাঁর মৃত্যু ঘটেছে এবং সুলতানা জেসমিন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। একই সঙ্গে পরিবারের পক্ষ থেকে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) জানতে পেরেছে, তিনি হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিকস বা অন্য কোনো জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন না। এছাড়া আটকের পূর্বে তার মাথায় বা শরীরে কিংবা হাতের কোনো অংশে জখম বা আঘাতের চিহ্ন ছিল না।

সুলতানা জেসমিনের আটকের ঘটনায় র‍্যাব-৫ এর সিপিসি এ কর্তব্যরত এসআই বিপি নং-৯১১৯২২৩২০৮ রাম বাবু রায় জব্দ তালিকা তৈরী করেছেন। সেখানে উল্লেখ করেছেন একটি

পুরাতন ব্যবহৃত অ্যাশ কালার Redmi 10 মডেলের এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সিমসহ জব্দ করেছেন, এর পাশাপাশি ফেসবুক আইডি সংক্রান্ত কাগজপত্র উদ্ধার দেখিয়ে আলামতসমূহ বাদী ও সাক্ষীদের সম্মুখে টহল কমান্ডার ডিএডি মো: মাসুদ রানা এর নির্দেশে জব্দ করা হলো বলে উল্লেখ করেছেন। পরিবারের অভিযোগ সুলতানা জেসমিনকে আটকের সময় তাঁর হাতে স্বর্ণের চুড়ি, গলায় স্বর্ণের চেইন, কানে স্বর্ণের দুল ছিল যা জব্দ তালিকায় নাই; এমনকি র‍্যাব বা কোনো পক্ষ থেকে এগুলো পরিবারকে ফেরতও দেয়া হয় নাই।

প্রিয় সাংবাদিক বন্ধুরা,

র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর পক্ষ থেকে সরকারের প্রতি নিম্নোক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছে–

(১) একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন যার মধ্যে দিয়ে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় দায়ী ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব হবে।

(২) সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর পরপরই তাঁর সন্তান শাহেদ হোসেন সৈকতকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে রাজশাহী র‍্যাব ক্যাম্পে কেন নেওয়া হয়েছিল এবং কোন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ সৈকতকে কি ধরনের বার্তা দিয়েছিল তা খুঁজে বের করার উদ্যোগ গ্রহণ।

(৩) সুলতানা জেসমিনের একমাত্র সন্তান শাহেদ হোসেন সৈকতসহ তাঁর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। র‍্যাবের পক্ষ থেকে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর পর থেকে তাদের সঙ্গে যোগাযোগের নামে কার্যত চাপ প্রয়োগের অভিযোগ খতিয়ে দেখা।

(৪) র‍্যাব হেফাজতে সুলতানা জেসমিনের মৃত্যুর ঘটনায় সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ তাঁর পরিবারকে প্রদান করা।